দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...18.0E:..1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ......

রাষ্ট্রপতি ও ছাত্র রাজনীতি

প্রচলিত ধারার বাইরের কথা শুনলেই বোধকরি বাংলাদেশের সবাই আঁতকে উঠে। ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ, কোনটাই বিচার করার মতো মন-মানসকিতা রাখা যায় ন। প্রতিবাদ না করা পর্যন্ত গায়ের জ্বালা মিটতে চায় না।

রাষ্ট্রপতি দেশের মুখপত্র। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই রাষ্ট্রপতি ছাত্র রাজনীতিকে সঠিক ধারায় পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তা কঠিন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। তার ভাষায় ''সন্ত্রাস করে যদি কোটিপতি, সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হওয়া যায় তবে লেখাপড়া করবে কেন।'' এ শুধু ছাত্র রাজনীতির কথা নয় একথা দেশের রাজনীতির কথা।

রাজনীতির নামে ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য যারা ছাত্রদের ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতির কথা তাদের গায়ে জ্বালা ধরাবে এটা অবশ্যই বলা যায়। অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করার অভ্যাস বর্জন করা সহজ নয়। অভ্যাস মতো রাষ্ট্রপতির কথার প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় প্রতিদিন। আশপাশ থেকে অনেকে আবার উটপাখীর মতো বালির মধ্যে মুখ গুজে পরিস্থিতি আমল না দেবার ভান করছে। রাজনীতিকে একে অপরের উপর দোষারোপ বা শর্ত প্রদান করে নিজেদের ঐকমত্য প্রদর্শন করে দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছে।

দেশের সিংহভাগ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে আমরা যারা দলবিহীন তারা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ব্যক্তিগত সমর্থন করি। বিন্দু বিন্দু করেই তৈরি হোক ব্যক্তি মানুষের কাছে দেশ বড় হোক। আজকের বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতিতে ব্যক্তি বড়, তারপর দল এবং শেষে দেশ। তাই নিজেরা বাঁচলে বাপের নাম পরে করবে এই নীতিতে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

এম, আর খায়রুল উমাম
সম্পাদক,
যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি
যশোর।